সিরাতুল আবদাল

(আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের জীবন চরিত)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

সিরাতুল আবদাল

(আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের জীবন চরিত)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

প্রকাশনায়

নাযারত নশর ও এশায়াত, কাদিয়ান, পঞ্জাব

সিরাতুল আবদাল

(আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের জীবন চরিত)

লেখকের নাম	ঃ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
বঙ্গানুবাদ	ঃ	রফিকুল ইসলাম এম.এ. (বাংলা), মুরব্বি সিলসিলাহ্
প্রকাশক	ঃ	নাযারত নশর ও এশায়াত সদর আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব
সংস্করণ	ঃ	জানুয়ারি, ২০২৪ (ভারত)
সংখ্যা	ঃ	৫০০
মুদ্রণে	ঃ	ফজল-এ-ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান, গুরদাসপুর, পঞ্জাব

Title	**:**	**Siratul-Abdal**
Author	**:**	**Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as)** **The Promised Messiah and Mahdi**
Translator	**:**	**Rafikul Islasm M.A.(Bangla), Murabbi Silsilah**
1st Edition	**:**	**January, 2024 (India)**
Copies	**:**	**500**
Published by	**:**	**Nazarat Nashr-o-Isha'at, Sadr Anjuman Ahmadiyya, Qadian, Gurdaspur, Punjab**
Printed at	**:**	**Fazle Umar Printing Press, Qadian, Gurdaspur, Punjab**

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

ভূমিকা

হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী আলায়হেস্ সালামের আরবি ভাষায় 'সিরাতুল আবদাল' (আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের জীবন চরিত) নামক অন্যন্য সাধারণ পুস্তকটি ১৯০৩ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। মূল আরবি পুস্তকটি থেকে অনুদিত উর্দু পুস্তকটির বাংলা অনুবাদের দূরহ কাজটি সম্পাদন করেছেন জনাব রফিকুল ইসলাম এম. এ (বাংলা) মুরব্বি সিলসিলাহ্ বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান। কম্পোজ সহ পুস্তকটির সেটিংও অনুবাদক স্বয়ং করেছেন। প্রুফ রিডিং এবং রিভিউ করেছেন জনাব কাজী তারিক আহ্মদ মুরব্বি সিলসিলাহ্, জনাব সেখ মোহাম্মদ আলী সেক্রেটারী এশায়াত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ, জনাব জাহিরুল হাসান ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) এর সদয় অনুমোদনে পুস্তকটির প্রথম বাংলা সংস্করণ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান হতে প্রকাশিত হচ্ছে।

পুস্তক প্রকাশে সহযোগিতা প্রদানকারী সকল ব্যক্তিবর্গকে আল্লাহ্তা'লা উত্তম প্রতিফল দান করুন এবং এর মুদ্রণ সার্বিকভাবে কল্যাণময় করুন। আমিন।

বিনীত

জানুয়ারি, ২০২৪ ইং নাযির নশর ও এশায়াত কাদিয়ান

ٹائیٹل بار اول

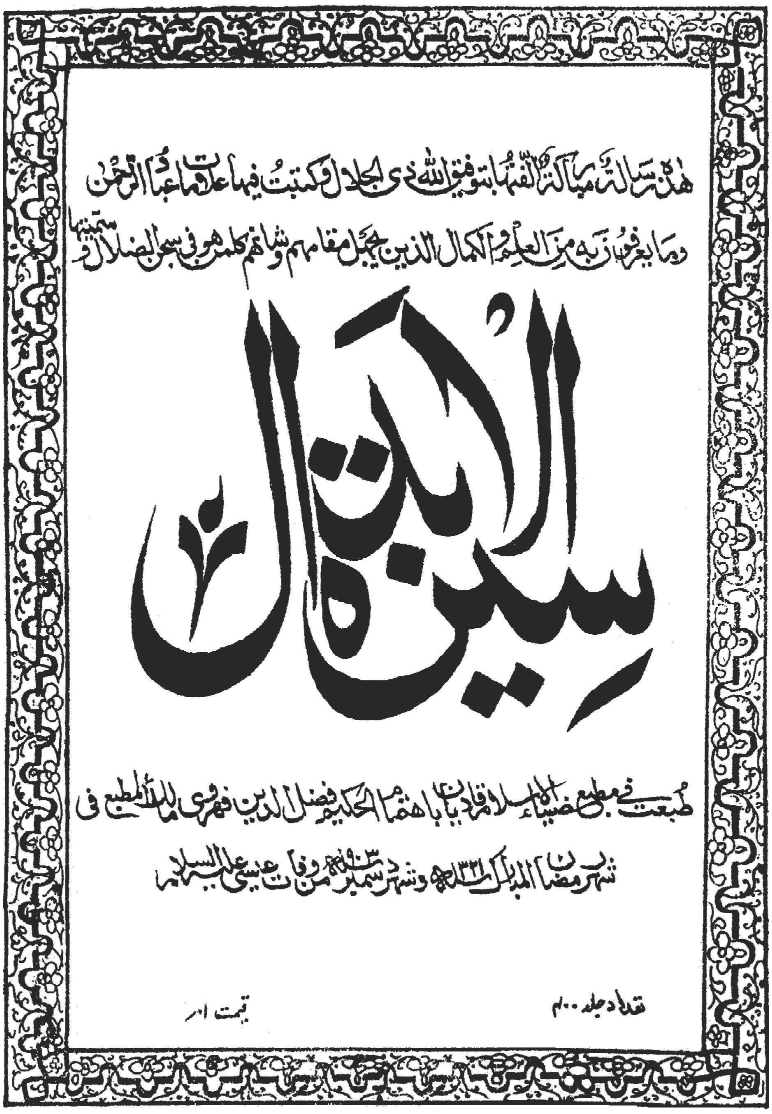
هذه رسالة مباركة الفهما بتوفيق الله ذي الجلال وكتبت فيها علامات عباد الرحمن
وما يعرفون به من العلم والكمال الذين جعل مقامهم شانئهم كلمن هو في سبل الضلال

سيرة الابدال

طبعت في مطبع ضياء الاسلام قاديان باهتمام الحكيم فضل الدين بهيروي مالك المطبع في
شهر رمضان المبارك ١٣٢١ھ وشهر دسمبر ١٩٠٣ء من وفات عيسى عليه السلام

تعداد جلد [illegible]

قیمت [illegible]

উর্দু প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ ১৯০৩ খ্রি.

লেখক পরিচিতি

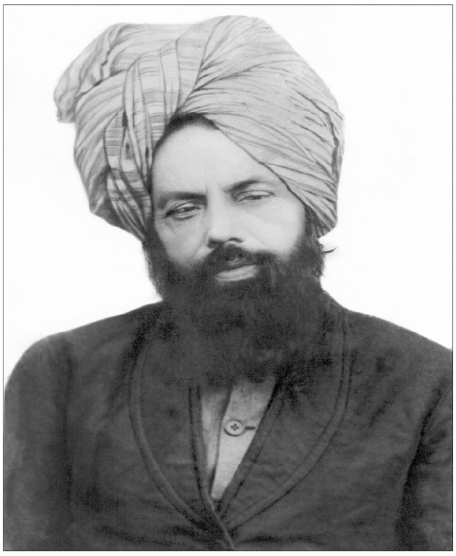

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহ্‌দী আলায়হেস সালাম,

[জন্ম ঃ ১২৫০ হিঃ ১৮৩৫ খ্রি.   মৃত্যু ঃ ১৩২৬ হিঃ ১৯০৮ খ্রি.]

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী আলায়হেস্‌ সালাম ১৮৩৫ সনে ভারতের পঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজীবন পবিত্র কুরআন-এর গবেষণা ও মাহাত্ম্য অনুসন্ধান, দোওয়া ও একান্ত ধর্মপরায়ণ জীবন যাপন করেন। চারদিক হতে ইসলামের বিরুদ্ধে নোংরা অপবাদ,আক্রমণ, মুসলমানদের চরম অবনতি, নিজ ধর্ম-বিশ্বাসে সন্দেহ-সংশয় ও নামমাত্র ধর্ম পালন ইত্যাদি অবলোকন করে তিনি ইসলামের যথার্থ ও পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ৯০ টিরও অধিক পুস্তক রচনা করেন এবং সহস্রাধিক পত্রাবলী ও বক্তৃতা, আলোচনা এবং ধর্মীয় বিতর্ক

(বাহাস) প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করে সাব্যস্ত করেন, ইসলাম-ই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম এবং একমাত্র এরই বিশ্বাসসমূহ ধারণ ও পালন করার মাধ্যমে মানবকুল তার পরম স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে এবং তাঁরই পূর্ণ আনুগত্যের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার স্বর্ণশিখরে পৌঁছতে পারে।

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আ.) খুব অল্প বয়স থেকেই ঐশী স্বপ্ন, দিব্যদর্শন এবং প্রত্যাদেশগুলি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। ঐশী আদেশে ১৮৮৯ সনে তিনি বয়া'ত গ্রহণ করা শুরু করেন এবং একটি পবিত্র জামা'ত-র ভিত্তি রাখেন। অতঃপর ঐশী প্রত্যাদেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি তাঁকে পরবর্তীকালের জন্য সেই সংস্কারক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন যার ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পূর্ব হতেই বিদ্যমান। তিনি (আ.) আরও দাবি করেন যে, তিনিই সেই মসীহ্ এবং মাহ্‌দী যাঁর আগমন সম্পর্কে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। জামা'ত আহ্‌মদীয়া এখন পৃথিবীর দুই শতাধিক দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে।

১৯০৮ সনে প্রতিশ্রুত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর পর কুরআন মজীদ এবং আঁ হযরত (সা.) 'র ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর এই ঐশী প্রচারকে পরিপূর্ণতা দান করার উদ্দেশ্যে খেলাফত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা হয়। হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'লা বেনাসরিহিল আযীয তাঁর (আ.) পঞ্চম খলিফা এবং নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহ্‌মদীয়ার বর্তমান যুগ ইমাম।

পুস্তক পরিচিতি

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আরবি ভাষায় এই পুস্তকটি রচনা করেন। বিষয়ভিত্তিক আঙ্গিকে পুস্তকটি **"আলামাতুল মুকার্‌রাবিন"** পুস্তকটির অংশবিশেষ। এই পুস্তকের মধ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ঐশী প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিতগণের মহান গুণাবলী, তাঁদের উত্তম চরিত্র ও কল্যাণ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত সকল গুণাবলী হুযুর (আ.) এর পবিত্র সত্তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান।

"সিরাতুল-আবদাল" আরবি ভাষার একটি অনন্য রচনা, যা তার বাগ্মীতা, শৈলী, উচ্চাঙ্গীন শব্দ ও অর্থের আঙ্গিকে অতুলনীয়।

(মওলানা জালাল উদ্দিন শামস্)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি যিনি অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

আমরা তাঁরই প্রশংসা ও গুণকীর্তণ করি এবং তাঁর সম্মানীয় রসূলের প্রতি দরূদ প্রেরণ করি।

হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে সেই উপদেশ প্রদান করছি যা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের প্রতিপালকের পক্ষ হতে আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে। আমি রহ্‌মান খোদার পক্ষ হতে প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি। সেহেতু তোমরা সকলে তোমাদের পরিবার পরিজন সহকারে আমার নিকট উপস্থিত হও। আমাকে ঐশী প্রজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে; ধন দৌলত ও স্বর্ণ-রৌপ্য নয়। আমার জন্য উদ্ধর্লোক হতে ধরা ভূমিতে ফেরেস্তা অবতরণ করেছেন এবং কাদিয়ানকে পবিত্র ভূমি ও শান্তির শহর (অর্থাৎ মক্কা)'র ন্যায় করে তোলা হয়েছে। আমার প্রভু আমাকে দুষ্টের অনিষ্ট হতে রক্ষা করেছেন এবং সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং সেই প্রিয়তমের জন্য আমার (শরীরের) মাংসপেশীর সন্ধিগুলিও বিগলিত হয়েছে। সুতরাং এখন আমি কারোর উন্মুক্ত তরবারিকে ভয় পাই না এবং শক্তিশালী শত্রুকেও নয়। কেননা, আমার প্রভু আমার সুরক্ষার জন্য দন্ডায়মান রয়েছেন। আমি পূর্ণ চিত্তে তাঁর ওহী (প্রত্যাদেশ বাণী)'র অনুসরণ করি। আমার বিষয় আমার নিকট সন্দিগদ্ধ নয় এবং আমি মিথ্যুকও নই। যারা সত্যের বিরোধিতা করে আমি তাদের কথায় কর্ণপাত করি না এবং একজন কৃপণের ন্যায় কারোর চেহারার প্রতি দিক্‌পাতও করি না। কোন শত্রুকে

আমি ভ্রূক্ষেপ করি না, যদিও তারা আমাকে ভয়ানক বিপর্যয়ের ভয় দেখাক না কেন। আমি তাদের সম্মুখে একজন ভীতুর ন্যায় আগমন করি না। আমার নিকট এই পৃথিবী এক কুৎসিত মহিলার ন্যায় যে বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে আর সে স্বামীর অবাধ্য এবং তার স্বামী তার প্রতি বিরূপ, তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ অশালীন চাল-চলন ও শৃঙ্গারকে ঘৃণা করে, তাকে সর্বপ্রকার ইতর জ্ঞান করে এবং নিকৃষ্ট সঙ্গী মনে করে।

যে ব্যক্তি সূরা নূর, সূরা ফাতেহা ও সূরা মায়েদা খুলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যায়ন করবে, সত্যান্বেষীর ন্যায় দূরদর্শিতামূলক চিন্তাভাবনা করবে, অগভীর জল থেকে গভীর জলের তলদেশে অগ্রসর হবে, স্বীয় বোধবুদ্ধিকে দূরে ঠেলে দেবে, নিজেকে বিলুপ্ত করে ফেলবে, স্বল্প জল হতে দূরে থাকবে, স্বল্প জল বিশিষ্ট পুষ্করিনীর প্রতি তুষ্ট হবে না, শুষ্ক ভূমি থেকে বিরত থাকবে, প্রবাহমান সুমিষ্ট জলের সন্ধানে ক্লান্ত হবে না-এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি আমার দাবির সত্যতাকে চাক্ষুষ করবে এবং আমার মতামত অনুযায়ী সে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করবে এবং বিশ্বাসীদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে আমিই প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং আমিই সেই যে (ভ্রান্ত ধারণা) বধ করার এবং উদারভাবে (ঐশী ধনভাণ্ডার বিতরণে) বদান্যতা প্রকাশের জন্য নির্ধারিত ছিল। আমিই সেই ব্যক্তি যাকে সত্যান্বেষী ও খোদাভীরু ব্যক্তিবর্গেরা অন্বেষণ করে থাকেন। সুতরাং খোদাভীরু ব্যক্তিবর্গদের জন্য সুসংবাদ। নিশ্চিতভাবে খোদাভীরুতা কোন সহজ ব্যাপার নয়। আল্লাহ্‌র কসম! খোদাভীরুতাও মৃত্যুর সমতুল্য। কেননা, যে ব্যক্তি খোদাভীরুতার পন্থাকে অগ্রাধিকার দান করেছে (এক কথায়) সে এমন ব্যক্তির সমতুল্য যিনি মৃত্যুকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হে যুব

সম্প্রদায়! খোদাভীরুতা এমন চূড়া যার ছেদন সম্ভব নয়। এটি এমন এক মৃত্যু যাকে (বিভিন্ন প্রকার) আগুন গ্রাস করে। কিন্তু আবার এটি এক উন্নত মানের অশ্ব যা জান্নাতে পৌঁছে দেয়। তুমি কি জান এর এবং মানুষের মৃত্যুর মধ্যে অন্তরায় কতটুকু? যখন তুমি এর অন্তিম সীমায় উপনীত হবে ও একে পূর্ণ করবে, তখন এটিই তত্ত্বজ্ঞানীদের নিকট মৃত্যু। নিশ্চিতভাবে খোদাভীরু ব্যক্তি শয়তানি ক্রোধকে ভয় পায় না। আল্লাহ্‌র পথে স্বীয় রক্ত প্রবাহিত করতে সে এতটাই আনন্দিত হয় যেমন শুদ্ধ ও স্বচ্ছ শীতল জল বিশিষ্ট শরবতে প্রশান্তি আসে। খোদাভীরুতার বৈশিষ্ট্যাবলী দ্বারা তিনি চিহ্নিত হন। হে যুব সম্প্রদায়! খোদাভীরুরাই ওলি (আল্লাহ্‌র বন্ধু) হয়ে থাকেন এবং তাঁদের মধ্য হতে একটি জামা'তকে শয়তানি নৈরাজ্যের সময় জনসাধারণের সংশোধনের জন্য রহমান খোদার পক্ষ হতে প্রেরণ করা হয়।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, তাঁরা আচ্ছাদিত অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে আবির্ভূত হন। ভদ্র, সচ্চরিত্রের মানুষের স্বল্পতার সময়ে এমন ব্যক্তিবর্গেরা আবির্ভূত হয়ে থাকেন। এর পাশাপাশি (সে সময়) শূকর তথা পশু সুলভ ব্যক্তিবর্গের প্রাচুর্য দেখা দেয়, ব্যাভিচারের প্রতি আগ্রহী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহাজ্জুদ (নামায) আদায়কারী মানুষের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং মানুষ এমন অকেজো হয়ে যায় যে, ইলম (জ্ঞান) ও আমল কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যখন যুগের পদস্খলন ঘটে, চরম উৎকর্ষের অধিকারীদের বিনষ্ট করে ফেলা হয়, কেবল রুগ্ন-শুষ্ক অসুস্থ (অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা হতে অন্তঃসারশূন্য) সন্তানের জন্ম দেয়, ঐশী দৃষ্টি অনাদ্র হয়ে ওঠে, অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় না, জমি অনাবাদিতে পরিণত হয়; উৎপাদন করে না, জনসাধারণ সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে পড়ে যার

কাছে এক শক্ত-পোক্ত উট তো আছে কিন্তু তার উপর আরোহণ করতে পারে না, সুরমা আছে তবে তা ব্যবহার করে না এবং তারা (জনসাধারণ) সত্য হতে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে যায়, উপত্যকা (পাপের) প্রবাহে প্লাবিত হয়ে ওঠে। সুতরাং দূর্ভিক্ষের সঙ্গে আবদালেরও (সাধুগণ) আগমন ঘটে। তাঁরা অচলাবস্থাকে দূরিভূত করেন, শয়তানের উদরে তির চালনা করেন, বিদীর্ণ যা কিছু সেগুলিকে রিফু করেন এবং যুগকে সমুজ্জল করেন।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত যে, তাঁদের হৃদয় কারোর প্রতাপের ফলে ভীত হয় না। যারা তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করে না ও তাঁদের কল্যাণের প্রস্রবণ হতে এক অঞ্জলি পরিমাণও (কল্যাণ) গ্রহণে অংশ নেয় না, (তাঁরা) তাকে কীটের সমতুল্য মনে করেন। তাঁরা স্বীয় প্রভুর আস্তানায় সম্পূর্ণভাবে লীন হয়ে যান এবং সকল বিষয়ে তাঁকে (খোদাকে) প্রাধান্য দেন। আর যারা ভারি বোঝার নিচে চাপা পড়ে আছে তাদের সহায়তা করেন এবং তাঁদের অবিরাম প্রচেষ্টা এহেন পতিত প্রায় মানুষদের সামলে নেয়। বিত্তশালীদের মধ্যে কারো সমীপে তাঁরা প্রকম্পিত হন না। তাঁরা আল্লাহ্‌র আস্তানায় বিলাপে রত থাকেন, যিনি তাঁদেরকে যুগের নৈরাজ্য ও জাগতিক চাহিদা সর্বসাধারণের মাঝে বিস্তৃতিলাভের সময় প্রেরণ করেছেন। কেবল সৃষ্টিকুলের প্রতি সহানুভূতি ও আল্লাহ্‌র আদেশ, তাঁদেরকে এ বিষয়ের প্রতি অনুপ্রাণিত করে।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, কল্যাণময় প্রভুর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক যখন কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে তখন তাঁরা মানব সেবার মাধ্যমে সেই সম্পর্ককে দৃঢ় করেন। তাঁরা উচ্চ মার্গের প্রতি উড্ডীয়মান হন; কিছুটা উড্ডীয়মান হওয়ার পর বসে পড়েন

না। তাঁদের এমন সুমিষ্ট পানীয় পান করান হয় যে, এর ফলে তাঁরা অপলাপ করেন না এবং তাঁদের শীরঃপীড়াও হয় না। বরং তাঁরা **হাল মিম্ মযিদ** অর্থাৎ 'আরও কি কিছু আছে' বলতে থাকেন এবং তুষ্ট হন না। সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে তাঁদের গোপন রহস্য বোধগম্য হয় না যেন তাঁরা বিদেশি ভাষায় কথা বলছেন। তাঁরা স্বীয় আত্মাকে সেই সকল কথা-কর্ম হতে দূরে রাখেন যা তাঁদের প্রভুর অপছন্দনীয় এবং সদা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তাঁদেরকে যদি আগুনে নিক্ষেপও করা হয় তথাপি তাঁরা মিথ্যা বলেন না। তাঁদেরকে খণ্ড বিখণ্ড করা হলেও তাঁরা সত্যকে গোপন করেন না। যে দুঃখ-যাতনা তাঁরা পেয়েছেন তার প্রতি তাঁরা টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করেন না। উপরন্তু আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা করেন এবং জাগতিকতাকে ময়লা আবর্জনা জ্ঞান করে তার প্রতি আকৃষ্ট হন না।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, বস্তু জগতে কোন বিষয় সূচনার পূর্বে তাঁদেরকে (অদৃষ্ট) হতে সংবাদ প্রদান করা হয়। হতাশা, মনুষ্য উপেক্ষা এবং এই তুচ্ছ পৃথিবীর সাধারণ সমস্যাবলীর মধ্যে পিষ্ট হওয়ার সময় আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সাহায্যের সুসংবাদ দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করলে নির্বোধরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে এবং তাঁদেরকে উন্মাদ, প্রলাপকারী ও প্রবৃত্তির আকাঙ্খা নিবারণকারী বলে মনে করে। তারা (জাগতিক মানুষরা) তাঁদেরকে ধ্বংস করতে ও ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকে। সেই সময় আল্লাহ্‌র আদেশ আকাশ হতে অবতীর্ণ হয় এবং তাঁদেরকে মহা সম্মানের অধিকারী আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের বেষ্টনীতে উপবিষ্ট করানো হয় এবং শত্রুরা অহঙ্কার ও দাম্ভিকতার পন্থা অবলম্বন করে (ষড়যন্ত্রের) যে জাল নির্মাণ করেছিল তা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া

হয় এবং উক্ত বিষয়াদির নিষ্পত্তি করে দেওয়া হয়। নৈরাজ্যের প্লাবনকে শুষ্ক করে ফেলা হয় এবং অবশেষে বিজয়, সম্মান ও গৌরবের সঙ্গে তাঁরা সফলতা অর্জন করেন।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, তোমরা প্রত্যক্ষ করবে যে, তাঁরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় শক্তিশালী, বলিষ্ঠ ও দ্রুত ধাবিত উষ্ট্রীর ন্যায় দৌড়াতে থাকে। সাংসারিক বিষয়াদিতে তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করেন না; ঘৃণাভরে গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদের মাধ্যমে নৈতিকতা, তথা সেই অশ্লীলতাকে যা গোপন ব্যাধির ন্যায় হয়ে থাকে তা প্রকাশ করেন। তাঁরা সেই বারিধারার ন্যায় হয়ে থাকেন যা ভূমির বিশেষত্বকে প্রকাশিত করে। "উর্বর জমির অঙ্কুরোদগম তাঁর প্রভুর আদেশে হয়ে থাকে এবং অনুর্বর জমির শস্য আবর্জনার ন্যায় প্রতিভাত হয়।" আল্লাহ্‌তা'লা বিশ্বাসী ও পাপচারীদের উদাহরণ এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, তুমি তাঁদেরকে একজন সম্মানিত ব্যক্তি, একজন আজ্ঞাবহ সামরিক নেতা এবং একজন বণিক হিসেবে পাবে যিনি একাধারে একজন কাফেলার নেতা এবং সমসাময়িকদের নেতৃত্ব দানকারীও। আর তাঁরা দারিদ্রতার মাঝেই নিজেদের জীবন অতিবাহিত করেন এবং সারা রাত তাদের পালনকর্তার জন্য দাঁড়িয়ে ও সিজদায় অতিবাহিত করেন। তাঁরা বাসনার নেকড়ে হতে দূরে থাকেন এবং মৃত্যু অবধি তাঁদের পালনকর্তার ইবাদতে মগ্ন থাকেন। আর যখন হতভাগারা তাঁদের গালি দেয় এবং সারমেয়র ন্যায় তাঁদের উপর আগ্রাসী হয় এবং তাঁদেরকে বিদ্যুতে ঝলসে যাওয়া মৃত্তিকার ন্যায় পরিণত করে, এমতাবস্থায়ও তুমি তাঁদেরকে ধৈর্যশীল অবস্থায় পাবে।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, ঘোর অমানিশার যুগে তাঁদের প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এমন যুগে যখন ফলের সংখ্যা কমে যায়, বৃক্ষ শুষ্ক জ্বালানির সমতুল্য হয়ে পড়ে। এমন সময় যখন গভীর নিদ্রা মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, যখন মানুষদের ঈমান পর্ণমোচী বৃক্ষের শাখাহীন কাণ্ডের ন্যায় হয়ে যায়, এমন যুগে যে তার সন্তানদের নিম্নমানের ও কুখাদ্য দেয় এবং তাদের ভরন পোষণের দায়িত্ব নিতে ব্যর্থ হয়, এমন ক্ষণে যখন পথভ্রষ্টতা মানুষদেরকে ব্যতিব্যস্থ করে রেখেছে এবং বাসনার মেষ সৎকর্মের চারা বৃক্ষকে চর্বন করেছে। এতদসত্ত্বেও তাঁরা পাপিষ্ঠদের ন্যায় উত্তেজিত হন না। বরং তাঁরা তাঁদের ক্রোধ দমন করেন এবং অজ্ঞদের ক্ষমা করেন যারা তাঁদের যাতনা পৌঁছায়। তাঁরা এমনই বাহাদুর হয়ে থাকেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে নিরস্ত্র থাকা সত্ত্বেও চরম নিপিড়নের কাছে আত্মসমর্পণ করেন না। তাঁরা তাঁদের প্রভুকে ভয় পান এবং তাক্ওয়ার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং যখন কোন শয়তানি প্রলোভনের উদ্রেক হয় তখন তাঁরা ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করেন। অতএব বদ্মাশের ন্যায় আক্রমণকারী বাসনাকে পরাভূত করা হয় এবং (তাঁদের উপর) শান্তি অবতীর্ণ হয় এবং অভিশপ্ত শয়তান পলায়ন করে।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, গিরগিটের সমতুল্য মিথ্যুক ও বেপরোয়া মুনাফিকদেরকে তাঁরা খুব ভালোভাবেই চেনেন। তোমরা তাঁদেরকে সকল ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত ব্যক্তিত্ব ও সিংহের ন্যায় বাহাদুর পাবে। কিন্তু তাঁরা পাশবিকতার বহিঃপ্রকাশ করেন না। তুমি তাঁদের হৃদয়কে ঐশ্বর্যশালী পাবে। তথাপি তাঁরা বিনয় অবলম্বন করে থাকেন। তাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় দ্রুত ধাবিত হন, কোন প্রকার পদাঘাতের প্রয়োজন হয় না। তুমি প্রত্যক্ষ

করবে যে, তাঁদের অশ্রুধারা ক্রমাগত প্রবাহিত হবে; বন্ধ হবে না। তাঁরা আরামের অন্বেষণে ধাবিত হন না এবং দাম্ভিকতার সঙ্গে পদচালনা করেন না।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, নিয়তি তাদের নিকট ধীর গতিতে আগমন করে। যখনই তাঁদের উপর কোন বিপর্যয় অবতরণ নির্ধারিত হয় তখন আল্লাহ্‌তা'লা এই নিয়তি অবতরণের পূর্বেই তাঁদেরকে (সে সম্বন্ধে) অবহিত করেন। মৃত্যু তাঁদের নিকট ধীর লয়ে আগমন করে। অকস্মাৎ বিপর্যয়ের ন্যায় তার আগমন হয় না। এক কথায় আল্লাহ্ যেন তাঁদের মৃত্যু দিতে দ্বিধাবোধ করেন, তাঁদের শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা কবজ করতে ইতস্ততঃ করেন।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, তাঁরা ঐশী সাহায্যপ্রাপ্ত হন এবং তাঁদের অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করা হয় না। কোন বাসনা তাঁদের ও প্রভুর মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না এবং তাঁদের (নিঃসঙ্গ ও একাকী) ছেড়ে দেওয়া হয় না। তাঁদেরকে খণ্ড বিখণ্ড করলেও তাঁরা প্রভু-প্রতিপালক হতে পৃথক হন না আর না তাঁরা ঔদ্ধত্য প্রকাশকারী অজ্ঞদের ন্যায় হয়ে থাকেন। বরং তাঁদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়ে থাকে এবং জ্যোর্তিমন্ডিত করা তোলা হয় এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদের সমুজ্জ্বল করেন কিন্তু তাঁরা কৃত্রিমতা প্রকাশ করেন না। তাঁরা যথার্থতার সঙ্গে পুণ্য আদায় করে থাকেন। তাঁদেরকে ক্ষতবিক্ষত করা হলেও তুমি তাঁদেরকে সদা সতেজ লক্ষ্য করবে। রাত ও দিন তাঁদের সমর্থনে সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁরা হলেন পরম করুণাময় খোদার 'আউলিয়া', যদিও নির্বোধেরা তাঁদেরকে পথভ্রষ্ট ও নাস্তিক মনে করে। যখনই তাঁদের উপর কোন বিপর্যয় আপতিত হয়, তাঁরা তখন খোদার প্রতি

ধাবিত হন। আল্লাহ্ তাঁদেরকে গোপন রাখেন না, বরং মানুষের মাঝে তাঁদের খ্যাতি ও মহানুভবতার প্রকাশ করা হয়। তাঁরা হায়েনার ন্যায় নয় বরং সুদর্শন বাহাদুর যুবকের ন্যায় পরিলক্ষিত হবে। তাঁরা ধরাভূমিতে বিনয়ের সঙ্গে চলাফেরা করেন। স্খলিত পদে বৃদ্ধদের ন্যায় টলমল করেন না।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, অজ্ঞদের একটি দল তাঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার অশালীন মন্তব্য করে এবং আল্লাহ্র নিকট তাঁরা উক্ত আপত্তি হতে পূত পবিত্র সাব্যস্ত হন। বালা-মুসিবত হতে তাঁরা দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন না। তাঁদের ও নবীগণের মধ্যে নিকট সম্পর্ক হয়ে থাকে। তাঁরা সেই আধ্যাত্মিক পানীয় হতে পান করেন যা নবীগণ পান করে থাকেন। যখন তাঁদের উপর কোন বিপর্যয় আপতিত হয় তাঁরা দন্ডায়মান হন এবং খোদার প্রতি অবনত হন। তাঁদের কাছে যা কিছু থাকে সব কিছুই তাঁরা খোদার জন্য বিলিয়ে দেন এবং কোন প্রকার কার্পণ্য করেন না। পার্থিব কূপ হতে তাঁরা দূরে থাকেন - তাঁরা এর প্রান্তেও দন্ডায়মান হন না এবং এর নিকটেও যান না। নিশ্চিতভাবে তাঁরা খোদার সিংহ হয়ে থাকেন এবং তাঁদেরকে অদৃশ্যের গোপন আস্তানায় প্রচ্ছন্ন রাখা হয়। তাঁদের ন্যায় না কোন সিংহ এবং না কোন বাজ পাখি হতে পারে। তাঁরা শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণ করেন এবং তাদেরকে নিঃশ্চিহ্ন করে ফেলেন। তাঁরা পবিত্র বৃক্ষের শাখা প্রশাখা হয়ে থাকেন। যারা তাঁদেরকে ভাঙ্গার চেষ্টা করে খোদাতা'লা তাদেরকেই চূর্ণ করে দেন। তাঁদের অবরোধকারীরা নিজেরাই ভয়ানক সঙ্কটে গ্রস্থ হয় এবং সেই নির্বোধই তাঁদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করে যে একটি বন্যার জলের প্রান্তে জন্মানো একটি আগাছার ন্যায় যাকে (বন্যার) জলধারা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অথবা যে নিজেই

একটি (বিষাক্ত) সাপের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর। সুতরাং তাঁরা এমন এক জাতি যাদের জন্য আল্লাহ্ স্বয়ং লড়াই করেন এবং তাঁদের শত্রুরা দ্রুত দৌড়ে চলার সময় নিজেদের পদযুগল ক্ষত বিক্ষত করে তুললেও সফল হয় না, কারণ তারা সেই সত্তার বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছিল যার থেকে সংগোপনে থাকা অপরাধীদের পক্ষে অসম্ভব।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, তাঁরা সত্যান্বেষী জাতির হৃদয়ের মধ্যে স্বীয় জ্ঞানভান্ডার উজাড় করে দেন এবং তাদের এমন প্রতিপালন করেন যেমন একজন পক্ষী তার বাচ্চাদেরকে মুখের গ্রাস দান করে থাকে এবং তাদের প্রতি সদয় আচরণ করে থাকে। যে বিষয় তাদের সমর্থনে ফলদায়ক এবং যথোচিত হয় না তা হতে তাদেরকে রক্ষা করেন। তাদের আকুতি খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রবণ করেন এবং অবজ্ঞা করেন না। তাঁরা জাগতিক পশুপালের ন্যায় থাকেন, নেকড়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই নিজ অজগুলিকে ডেকে নেন। তাঁরা আপন সত্তার উপর ভরসা করেন না বরং, তাসবিহ্ ও তাহ্মিদ (আল্লাহ্র গুণকীর্তন) করেন। তাঁরা আরাম প্রিয় মানুষের ন্যায় জীবনযাপন করেন না, বরং যখন তাঁদের উপর ক্রমান্বয়ে দুঃখ আসে তখন তাঁরা কোমল হয়ে যান এবং তাঁদের প্রভুর দ্বারা তাঁদের আত্মা এমনভাবে পরিশুদ্ধ হয় যে, তাঁদের মানসিক অনুভূতিগুলি একে একে মুছে যায়; কেবল আত্মা অবশিষ্ট থাকে এবং তাঁরা বিশেষে পরিণত হন। অতঃপর তাঁরা মানুষের নিকট প্রেরিত হয়ে থাকেন এবং মানুষকে কল্যাণ ও সফলতার প্রতি আহ্বান করেন। এটিই হল **'আবদাল'** এর পদমর্যাদা। যাঁরা এ পথ অবলম্বন করেছেন যার উপর পদচালনায় পরিণতিতে তাঁদের লাঞ্ছিত হতে হয়নি এবং অনুশোচনাও করতে হয়নি। তাঁরা এমন গিরিপথ

শ্রেণী অতিক্রম করেন যেখান থেকে স্থূলকায় ব্যক্তি অতিক্রম করতে সক্ষম নয়। আর তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ ও খোদাভীরু জামা'ত পিছনে না রেখে তাঁরা ইহলোক ত্যাগ করেন না। প্রত্যেক ধ্বংসপ্রায় অজ্ঞকে তাঁরা নির্দ্বিধায় নিজেদের প্রস্রবণের প্রতি আহ্বান করেন, তখন তাঁদের আহ্বান যাদের কর্ণগোচর হয় তারা নৈকট্য লাভ করে, কিন্তু যারা বধির এবং যাদের জিহ্বা রোগাক্রান্ত হয়ে ছড়ে গেছে এবং যাদের অন্তর পর্দাবৃত, তারা আকৃষ্ট হয় না। আর অবিশ্বাসীদের এটিই অভ্যাস যে, তারা প্রেরিতদের কণ্ঠস্বর শোনে না, তিনি যতই বেদনাদায়ক সুরে তাদের আহ্বান করুন না কেন, তারা মৃদু আওয়াজেও জাগ্রত হয় না এবং উচ্চৈঃস্বরেও জাগ্রত হয় না যতক্ষণ না তাদের নিকট আযাব এসে উপস্থিত হয় এবং তারা বুঝতে অক্ষম। নবীগণ আপ্রাণ চেষ্টা করেন যাতে আল্লাহ্‌তা'লা এই লোকদের (দৃষ্টি পথের অন্তরায় হয়ে থাকা) ধূলিকণা অপসারিত করেন যাতে তারা দৃষ্টিক্ষম হয়ে ওঠে। এতদ্‌সত্ত্বেও তারা তালাকপ্রাপ্তা নারীদের ন্যায় বসে থাকে এবং তাদের প্রভুর অবাধ্য হয় এবং এমন অগ্রাহ্য করে যেন তারা এ বিষয়ে জানেই না। একজন দুর্বোধ্য বাক্যালাপকারী ব্যক্তির ন্যায় তাদের চেতনা উড়ে যায় এবং তারা অভদ্র ও ঘৃণ্য হয়ে ওঠে। তারা নবীদের গালি দেয় এবং তাঁদের সমালোচনা করে। তারা ভক্ষণ করে কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে তাঁরা আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেন এবং দ্রুত পদক্ষেপ সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদেরকে তিরস্কার করেন এবং মনে করেন যে তাঁরা পিছনে পড়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কষ্ট সহ্য করেন যাতে তাঁরা গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করেন। আল্লাহ্‌তা'লার অপার করুণা তাঁদের সহায়তা করে এবং তাঁদেরকে সঙ্কীর্ণ জীবন যাপনের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয় না। বরং

তাঁরা সফলতার সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। দুষ্ট ব্যক্তিরা তো তাঁদেরকে গমের মধ্যে আগাছার জন্ম বলে মনে করে। যদিও সৃষ্টিকুল তাঁদের কারণেই সুরক্ষিত। তাঁরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অন্বেষণে রত থাকেন। তাঁরা প্রসূতি যন্ত্রনায় কাতর মহিলার ন্যায় (খোদার নিকট) আর্তনাদ করেন আর তখনই গৃহীতদের দলে অন্তর্ভুক্ত করানো হয়।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদের দুঃখ-যাতনার অস্থিরতাকে অপসারিত করেন এবং ভয় বিহ্বলতাকে হৃদয় হতে দূরীভূত করেন। ফলে সকল সময় তাঁদের মুখমন্ডল সমুজ্জ্বল হয়; ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না। তাঁদের এমন উন্নত চরিত্র প্রদান করা হয়ে থাকে যার দৃষ্টান্ত অন্যান্যদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। আলাপ-সাক্ষাৎকারের সময় তাঁদের সনাক্ত করা যায়। দর্শনার্থিদের সঙ্গে তাঁরা আন্তরিকভাবে সাক্ষাৎ করে থাকেন। যদিও তাদের মধ্যে কেউ গির্জার সেবক কিংবা জংলি গাধার ন্যায় বর্বর হোক না কেন। তাঁদের এটিই বৈশিষ্ট্য।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, আল্লাহ্ ব্যাতিরেকে তাঁদের কোন গত্যন্তর নেই। তাঁরা বন্ধনী (বালিশ) হতে দূরে থাকেন এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় পূতিগন্ধময় জলও তাঁদের নিকট পরিশোধিত স্বচ্ছ হয়ে থাকে। তাঁরা কেবল ঐশী সন্তুষ্টির প্রত্যাশী হয়ে থাকেন এবং তাঁদের দৃষ্টিতে জাগতিকতা (অবজ্ঞেয়) গো-বিষ্ঠার ন্যায়। এর (জাগতিকতা) প্রত্যাশীরা অকর্মণ্য হয়ে থাকে অথবা ইব্রাহিম (আ.) এর পিতার ন্যায় 'হায়েনা' স্বরূপ *। অন্যদিকে জগৎ বিমুখ

* হযরত ইব্রাহিম (আ.) এর পিতাকে শিরক্ করার কারণে 'জিয়াল' বা হায়েনার রূপে বিকৃত করা হয়েছিল। (লিসানুল আরব, 'যাবুআ' শব্দের অন্তর্গত)।

হওয়ার কারণে তাঁরা আঙুরের গুচ্ছ ও সতেজ ফল লাভ করে থাকেন। তাঁদের নিকট এই সংসার সেই ছিন্ন কাপড়ের টুকরোর ন্যায় যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের হাঁড়ি চুলা হতে অবতরণ করান যাতে তাঁরা ক্লেশমুক্ত থাকেন। এই (প্রতিদান) তাঁদের প্রভুর পক্ষ হতে যখন তাঁরা এই (জগৎ বা সংসার) হতে বিচ্ছিন্ন হন ও একে ভুলে যান। তখন তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রতি অতি দ্রুততার সঙ্গে ধাবিত হন এবং তাঁর (আল্লাহ্‌র) স্মরণে তাঁদের চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। তাঁরা এমন মানুষ যাঁরা জগৎ সম্পর্কে ততটাই অবগত একটি পিঁপড়ে যতটা খাবার তার মুখে তুলে নিতে সক্ষম। যদিও এই (বস্তু জগতের) জন্য আত্মাকে প্ররোচিত করা পথভ্রষ্টতার নামান্তর এবং এটি সেই ছুরিকা যদ্বারা জবাই করা হয়। আর এর (জাগতিকতার) প্রত্যাশীরা হল মেষ শাবক (যাকে জবাই করা হয়ে থাকে) আর এর প্রকৃতি এমন এক নারীর ন্যায় যে ঋতুস্রাবের বাহানায় স্বামীর আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর এর চেহারা শুষ্ক চর্ম বিশিষ্টের ন্যায় হয়ে থাকে যার মধ্যে সৌন্দর্যের লেশ মাত্র নেই। এর সূচনা সহজ-সাধ্য এবং পরিণতি কঠিন। তুমি তার ন্যায় নির্বোধ আর কাউকে পাবে না। এটি তো 'যাক্কুম'* ফল সুতরাং তুমি তাকে আঙুরের খোসা মনে কর না। এ কারণেই রহ্‌মান খোদার বান্দারা এর প্রতি শাণিত তরবারি নিক্ষেপ করে। তাঁরা এই (জাগতিকতাকে) স্বীয় হস্তে ধারণ করে না আর না তা অর্জনের আশা ব্যক্ত করে। তাঁরা

---

* 'যাক্কুম' বলতে কুফরের বৃক্ষকে বোঝানো হয়েছে। কুরআন সত্য বিশ্বাসকে একটি উত্তম বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছে যা সর্বদা তার ফল প্রদান করে (১৪:২৫-২৬) এবং অবিশ্বাসকে একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষ 'যাক্কুম' এর সাথে। (১৪:২৭) - (অনুবাদক)

একে তিন তালাক দিয়েছেন। তাঁরা গর্ভপাতের রোগিণীর ন্যায় হন না। তাঁরা তাঁদের কথা ও কর্মে পরিপূর্ণ এবং তাঁরা রক্তে রঞ্জিত হতে ভ্রূক্ষেপ করেন না। কেননা, তাঁরা মৃত্যুকে স্বীকার করতে সদা প্রস্তুত থাকেন।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, তাঁদের বিকাশ সেই শিশুর ন্যায় হয়ে থাকে যাকে সুষম খাদ্য প্রদান করা হয়েছে এবং তাঁদের সাঁতারু স্বভাব দ্রুত সাঁতারু মাছ 'আনকাদ' এর ন্যায় হয়ে থাকে। তাঁদের কল্যাণ ক্রমান্বয়ে বর্ষিত বৃষ্টির বারিধারার ন্যায় হয়ে থাকে। যখন সততা উৎপাটিত বৃক্ষের ন্যায় হয়ে যায় তখন তাঁরা আগমন করেন আর তাঁদের অবর্তমানে যুগ বৃষ্টি বর্জিত হয়ে পড়ে। যখন নৈরাজ্য ও বিপর্যয়ের আধিক্য লক্ষ্য করবে তখন তাঁদের আগমনের সুগন্ধ প্রবাহিত হবে ও তাঁদের জ্যোতির পূর্ব মুহূর্ত জ্ঞান করবে। তাঁরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দ্রুত ধাবমান অশ্বের ন্যায় দৌড়াতে থাকেন। তাঁরা মানুষের গোপন অভিসন্ধিকে এমন জানতে পারেন যেন পেট চিরে রেখে দিয়েছে। তাঁদের আগমন আলোকময় এবং প্রস্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁরা ধর্মের জ্যোতি এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র যৌক্তিক প্রমাণ হয়ে থাকেন। তাঁদের বার্তা বিদ্যুতের রশ্মি ও সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় বিস্তৃত লাভ করে। পূত পবিত্র মানুষেরা তাঁদের প্রতি এমন আসেন যেমন হরিণ তার বাসস্থান হতে বের হয়ে আসে। বক্র হৃদয় বিশিষ্ট মানুষ ব্যতিরেকে সহজ সরল স্বভাবের মানুষেরা তাঁদের গ্রহণ করেন। আর যারা তাঁদের অস্বীকার করে তারা মৃত্যুর সময় (তাঁর অস্বীকারের ফল) নিশ্চিত উপলব্ধি করবে। যদিও আজ তারা আগুনের লেলিহান শিখার ন্যায় অগ্নিশর্মা। এই সকল লোকেরা জাগতিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে নিজ অন্তরে এর প্রতিমূর্তি স্থাপন করে এবং দিবা-রাত্র এর প্রতি এতটাই আকৃষ্ট

হয়ে থাকে যেমন মোরগ তার মুরগির সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খায় ডানা মেলে দৌড়াতে থাকে। তারা বক্র রজ্জুর ন্যায় নির্বুদ্ধিতায় দৃঢ় হয়ে থাকে। তারা সতেজ শাখা প্রশাখার ন্যায় হয় না বরং, ছত্রাক বিশিষ্ট বাসি খাবারের ন্যায় হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে কোন প্রকার ভালো গুণ থাকে না এবং তারা কৃপণের ন্যায় হয়ে থাকে। নিশ্চিতভাবে যাঁরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস আনয়ন করেন তাঁরা এমন পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় থাকেন যা উর্বর মৃত্তিকা বিশিষ্ট টিলার উপর বিদ্যমান। পবিত্র ধর্মের জন্য তাঁকেই ধর্মের সাহায্যকারী সেবক বানানো হয়। তাঁরা আল্লাহ্র রাস্তায় যুবকের ন্যায় ধাবিত হন। কারণ তাঁদের (আধ্যাত্মিক) চক্ষু উন্মুক্ত করা হয় এবং তাঁদেরকে মানুষের (দুর্বলতার) চাদর হতে মুক্ত করে তোলা হয়। (তখন) ঐশী জ্যোতিতে জ্যোতির্মন্ডিত হয়ে তাঁদের ঈমানি পুষ্প (প্রস্ফুটিত হয়ে) ফল ধারণ করে। তাঁরা কেশর বিশিষ্ট সিংহের ন্যায় হয়েও অসৎ চরিত্রের হন না। জাগতিকতা হতে বিমুখ হওয়ার কারণে তাঁরা সংসারে বোঝা হন না। এজন্যই তাঁরা আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসায় সদা উড্ডীয়মান হয়ে থাকেন এবং তাঁরা তাদের মত নয় যারা ভারি পদক্ষেপে দৌড়ায়। তাঁরা তাঁদের হৃদয়কে ঝাড়ু দিয়ে এরূপ করে তোলেন যে, তন্মধ্যে সামান্যতম জাগতিকতা আর অবশিষ্ট থাকে না। তাঁরা যা কিছু আমল করেন তা সবটাই পরকালের জন্য এবং এজন্য তাঁরা সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা (জেহাদ) করতে থাকেন। তত্ত্বজ্ঞানের অপরূপ মোতি তাঁদের প্রদান করা হয়ে থাকে এবং তাঁরা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করে থাকেন এমনকি (এ দেখে) অহঙ্কারী নির্বোধরা তাঁকে কাফের মনে করে। তুমি তাঁদের চেহারাকে সরল ও সূক্ষ্ম বৃক্ষ শাখার ন্যায় লক্ষ্য করবে। নিজ প্রভুকে সনাক্ত করার

কারণে তাঁদের চেহারায় কালিমা থাকে না আর তাঁরা নিরাশ হন না। উর্দ্ধলোকে তাঁরা সম্মানপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এজন্য যারা তাঁদেরকে অবমাননা করে কিংবা তাঁদেরকে রক্তাক্ত করে তোলে আল্লাহ্ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। পরিশেষে তারা ধৃত হয় এবং তাদের মূলোৎপাটন করা হয়। তারা মূক, বধির ও অন্ধ হয়ে থাকে এবং চরম শত্রুতার কারণে তারা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, তাঁদের হওজের (জলাশয়ের) জল কখনোও নিঃশেষ হয় না। তাঁদের সর্বদা সতেজ প্রবাহিত জল সরবরাহ করা হয় এবং কর্দমাক্ত জল কী তা তাঁরা জানেন না। তাঁদেরকে তো বিশ্ব জগতের প্রভু ও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ধারাবাহিকভাবে সুমিষ্ট পরিশোধিত স্বচ্ছ জল প্রদান করা হয়ে থাকে। তাঁদের প্রভু সদা তাঁদের আপন নিরাপত্তার বেষ্টনীতে রেখে দেন। সুতরাং তাঁদেরকে জঙ্গল ও তন্মধ্যে বসবাসকারী হিংস্র শ্বাপদ থেকে রক্ষা করা হয়। আর তাঁদের আত্মার মশক জ্যোতি ও জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ করা হয়। এমন বহু বিষয় যা অন্যের কাছে গোপন থাকে তা তাঁদের কাছে প্রকাশ হয়ে যায়।

এর কারণ এই যে, এই ব্যক্তিবর্গেরা আপন প্রাণ কুরবানীর বাছুরের ন্যায় আল্লাহ্র কাছে অর্পণ করেন। হয় তাঁরা স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণ করেন অথবা অপেক্ষায় থাকেন এবং এজন্যই তাঁরা তাঁদের সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেন। তাঁরা কৃপণ ব্যক্তির ন্যায় হন না। তাঁরা সুদীর্ঘ, সতেজ শাখা প্রশাখার ন্যায় ফল দেন, দরিদ্ররা তাঁদের শরণাগত হয়ে থাকে। কোন পরিশ্রম ও পীড়াপীড়ি করে সাহায্য কামনা ব্যাতিরেকে সেই খোদার পক্ষ থেকে তাঁদের রিযিক দেওয়া হয় যিনি সৎকর্মশীলদের রক্ষক হয়ে থাকেন।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদের অন্তরে তত্ত্ব জ্ঞানের তীব্র তৃষ্ণা জাগরিত করেন। তাঁদের বক্ষ বিদীর্ণ করা হয় এবং তথা হতে মানবীয় ত্রুটিগুলি সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়। তখন তাঁরা আল্লাহ্‌র ভালোবাসায় বিভোর হয়। এ জন্য তাঁরা গাভীর ন্যায় স্বীয় সত্তাকে জবাই করে। তাঁরা জীবনোপকরণ হিসাবে তাকওয়াকে স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত করে রাখেন এবং প্রয়োজনানুযায়ী সর্বদা তা হতে ব্যয় করেন। তাঁরা সকল নির্বোধ হতে এড়িয়ে চলেন এবং অন্যায়কে সৎকর্মের মাধ্যমে দূরীভূত করেন। আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁরা বিকৃত কেশরাশি ও ধূলিময় ব্যক্তির ন্যায় জীবনযাপন করেন। তাঁরা তাঁদের আচরণকে এভাবে পরিপক্ক করে তোলেন যেভাবে জ্বলন্ত কয়লার উপর রুটি সেঁকা হয়। ভাই ও সন্তানের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও, তাঁরা এমন একজন (নিঃসঙ্গ) ব্যক্তির ন্যায় জীবনযাপন করেন যার কোন ভাই বা পুত্র নেই। আর তাঁরা মহান আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে শীঘ্র অঙ্কুরোদগমকারী ক্ষেতের ন্যায় হয়ে থাকেন। তাঁরা অত্যাচারীদের কঠোর কটূক্তিকে ভ্রূক্ষেপ করেন না এবং তাদের হুমকিতে অর্জিত পথের এক বিন্দুও পরিত্যাগ করেন না। আর একজন সৌন্দর্যপ্রিয় নিপুণ নারীর ন্যায় আল্লাহ্‌র জন্য তাঁরা তাঁদের হৃদয়ের ঘরকে সুসজ্জিত করে তোলেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র জন্য প্রফুল্লতার সঙ্গে দন্ডায়মান হন এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা কিছু প্রাপ্ত হন তা সর্বশক্তি দিয়ে আঁকড়ে রাখেন।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, তুমি যদি তাঁদের সাথে কিছুক্ষণ অবস্থান কর তবে তুমি তাঁদের কাছ থেকে অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে এবং কল্যাণ বিতরণের সময় প্রচুর দুগ্ধ প্রদানকারী উষ্ট্রীর ন্যায় তাঁদেরকে লক্ষ্য করবে। তাঁদের বাণী হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে এবং তাঁদের বাচনভঙ্গি হৃদয়ে স্থান করে

নেয়। সুতরাং রহমান খোদার আদেশে তাঁদেরকে তাক্ওয়ার আলোকসজ্জা দ্বারা সুসজ্জিত করে তোলা হয় এবং কামনা-বাসনার অতিরিক্ত অংশকে কর্তন করা হয়। এরই সাথে তাদের পাপ থেকে যা কিছু জমে আছে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ এমন বহু অন্ধ তখন দেখতে শুরু করে এবং তাঁদের দ্বারা সুসভ্য হয়ে মুত্তাকি ও আল্লাহ্ সনাক্তকারীতে পরিণত হয়। সুতরাং সেই সকল লোকদের জন্য পরিতাপ যারা তাঁদের প্রতি সেই (কলহ প্রিয়) মহিলার ন্যায় হাসি বিদ্রূপ করে যে তার স্বামীর সামনে (ক্ষিপ্ত) সারমেয়র ন্যায় ঘেউ ঘেউ করে থাকে। তারা জানে না যে, শুধুমাত্র তালাকের কারণে তারা বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ্তা'লা মানুষের পরিত্রাণকে তাঁর এসব (আবদাল গণের) ভালোবাসা ও অনুগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে সে ধ্বংস হয়ে গেছে। কেননা, সে এমন ব্যক্তিবর্গকে পরিত্যাগ করেছে যাঁরা সুরক্ষা প্রদানকারী ছিলেন। এই দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটে যার প্রকৃতির মধ্যে পরিপূর্ণরূপে অলসতা বিদ্যমান এবং সেই সঙ্গে তাড়াহুড়া করা, অহঙ্কারী, খোদাকে ভয় পায় না ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ সব কিছুই জাগতিক মালিন্য হতে জন্ম হয়। সুতরাং বিনাশ সেই সকল লোকের জন্য যারা নিজেদেরকে এর মাধ্যমে কলুষিত করে। তারা আল্লাহ্ওয়ালাদের উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, ব্যাথিত করার চেষ্টা করে এবং মনে করে যে, তারা ভাল কাজ করছে। বর্তমানে এ যুগের সব থেকে অত্যাচারী ব্যক্তি সেই যে আমাকে ব্যাথিত করার জন্য সদা সচেষ্ট। তারা দুষ্ট ও শয়তানের ন্যায় তীর্যক দৃষ্টি নিক্ষেপকারী দাম্ভিক। তারা সাপের ন্যায় তার ফণা ও আওয়াজ দ্বারা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। আল্লাহ্র কসম!

আমি রহ্মান খোদার আশ্রয়ে আছি। অতএব যে আমাকে কর্তন করতে সচেষ্ট হবে সে বিচার দিবসের মালিক খোদার হাতে কর্তিত হবে। আমি তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছি আর তাঁর আস্তানায় রসূল ভীত হন না। প্রবঞ্চনাকারীদের প্রবঞ্চনা তাদের অভিমুখে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। হায়! তারা যদি জানত!

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা ভীরুর ন্যায় আচরণ করেন না। বরং অবিচল থাকেন এবং কাপুরুষতা প্রকাশ করেন না। তাঁরা এক বিজ্ঞের ন্যায় মানুষদের নেতৃত্ব দেন যাতে হিংস্র প্রাণীদের হতে ভীতদেরকে সুরক্ষা দিতে পারেন। তাঁরা জাতির জন্য উত্তম বস্তু আনয়নকারীর ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁরা স্বীয় সত্তার প্রচেষ্টার উপর সন্তুষ্ট থাকেন না। এদিকে আসন্ন ভেঙে পড়ার সময় ভীতিও সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। এজন্য তাঁরা আল্লাহ্‌র নিকট উত্তরসূরীর আকাঙ্খা প্রকাশ করেন এবং তাকে (উত্তরসূরীকে) নবাগত যুবকের ন্যায় পেয়ে থাকেন। তাঁরা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য স্বীয় আবেগকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলেন। তাঁরা স্বীয় প্রভুর জন্য শুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করেন না। তাঁরা আল্লাহ্‌র দরবার পরিত্যাগ করেন না এবং ঐশী ভালবাসা তাঁদের হৃদয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং তাঁরা তাঁদের আত্মিক সম্পর্ক প্রিয়তমের সঙ্গে সংযুক্ত করেন। তাঁরা মানুষের প্রতি ক্রোধান্বিত হন না। বরং জিহ্বাকে সংযত রাখেন, আর যদি ক্রোধ প্রকাশকারী কোন শব্দ যদি তাঁদের মুখ হতে নির্গত হয়েও যায় তৎক্ষাণাৎ তাঁরা নম্রতার সঙ্গে তা সংযত করে নেন। তাঁরা বিজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় বার্তালাপ করেন এবং ঐশী অনুগ্রহে তাঁদের বাণীতে বাগ্মিতার পরিস্ফুটন ঘটে। তাঁরা দরিদ্রের প্রতি সদয় হন। বিপর্যয়ের ময়দানে সম্মুখ

সমরে অবতীর্ণ বাহাদুর যোদ্ধার ন্যায় মোকাবেলা করতে থাকেন। অসন্তোষ প্রকাশে তুমি তাঁদের চেহারা রক্তিম হতে দেখবে না। আর বিপর্যয়ের সময় তুমি তাঁদেরকে উন্নত শির মৎসের ন্যায় আপন প্রভুর নিকট দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকতে দেখতে পাবে। তাঁদের গলায় ঐশী অনুরাগের বন্ধন বিদ্যমান; তাঁত দ্বারা নির্মিত কোন ফাঁস নয়। তাঁদেরকে কেবল দুষ্টরাই আক্রমণ করে থাকে এবং কাপুরুষ স্ত্রৈণ অপেক্ষা বড় দুর্ভাগারা তাঁদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে। তাঁদের সংকল্প এত দৃঢ় ও প্রভাবশালী যে, যখন তাঁরা কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করেন তখন দৃঢ় প্রত্যয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন এবং যখন সাপের সাথে লড়াই করার সংকল্প করেন তখন তাকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেন। আর যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত হয়ে বারবার তাঁদের স্মরণাপন্ন হয় তাকে তাঁদের পানীয় দ্বারা পরিতৃপ্ত করে তোলা হয় এবং সকল প্রকার সন্দেহের নিরসন করা হয়। সিঞ্চনের সময় আগত। অতএব, তাক্ওয়া প্রত্যাশীদের জন্য সুসংবাদ। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, যুগ অবসাদ পূর্ণ ও বিভিন্ন প্রকার অস্থিরতায় পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে এবং এর প্রাচীর ধূলিসাৎ হওয়ার সময় প্রায় সন্নিকটে, রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ছে, প্রাণ নষ্ট হচ্ছে, চারিদিকে মৃত্যুর মিছিলের ন্যায় অবস্থা? যুগের ষষ্ঠ হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে আর আমি সপ্তম হাজারের শিরোভাগে অবস্থান করছি। হে যুব সম্প্রদায়! নবীগণ এমনই বলেছিলেন। অতএব আর কতদিন তোমরা আমাকে অস্বীকার করবে এবং বিচার দিবসের মালিককে ভয় করবে না?

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, তাঁরা প্রভু প্রতিপালক আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের আশায় জান্নাতের প্রত্যাশী হয়ে থাকেন; পক্ষীর মাংস ও আঙুরের জন্য নয়। বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের

আদেশাবলীর প্রতি হস্ত প্রসারিত করে দ্রুত বেগে ধাবিত হওয়া তাঁদের মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাঁরা পার্থিব জগতের পর্দা বিদীর্ন করেছেন এবং স্বীয় সত্যতায় উচ্চ মার্গে উপনীত হওয়ার প্রতিবন্ধকতাকে অপসারিত করেছেন। এটি এভাবে সম্ভব হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদের প্রতি ঐশী জ্যোতিসম্পন্ন এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। সে কারণে তাঁরা স্বীয় সত্তার ভীতকে বিধ্বস্ত করেছেন। তাঁদের মধ্যে কোন প্রকার কামনা বাসনার আকাঙ্খা অবশিষ্ট থাকে না এবং তাঁরা সাপের (অনিষ্ট) হতে আল্লাহ্‌র নিরাপত্তা বেষ্টনীতে প্রবেশ করেন। তাঁরা উদ্যানে প্রবেশ করেন এবং তাঁদের মুখমন্ডল বিদ্যুৎ চমকানোর ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁরা জগত পূজারীদের মুখমন্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় পেয়েছেন এবং তাদেরকে সমুজ্জ্বল করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এহ বাহ্য তাঁরা তাদের সংশোধনের জন্য এমন সংকল্প বদ্ধ হন যেভাবে একটি মুরগি ডিমের উপর বসে। আর তাঁরা প্রত্যেক চিৎকারকারীকে সাহায্য করে থাকে যদিও সে ভণিতা করে চিৎকার করুক না কেন। কেবলমাত্র তাঁরা ব্যতিত যাদের মধ্যে শয়তান ডিম পাড়ে এবং তা হতে বাচ্চার জন্ম নেয়। এঁরা (অর্থাৎ, আবদাল সম্প্রদায়) রব্বানী খোদার লোক। তাঁদের মিথ্যা প্রতিপাদনকারীরা স্বয়ং মিথ্যুক হয়ে থাকে এবং তাক্‌ওয়ার অলঙ্কারকে পরিত্যাগ করে তারা মুন্ডন করে নেয়। যারা এই (আবদালদের) সঙ্গে শত্রুতা করে তারা নির্লজ্জ মহিলার ন্যায়। আর অশালীন মন্তব্যকারী ও দুশ্চরিত্রা কোন মহিলার আক্রমণ তাঁদের কোন ক্ষতি সাধন করে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সময় এই শত্রুদের হাত চূর্ণ বিচূর্ণ হয় এবং যুদ্ধের ময়দানে তারা শৃগালের ন্যায় পলায়ন করে। তুমি এই সর্দারদের বক্তব্যকে গলা হতে সহজে নেমে যাওয়া পানীয়ের ন্যায় পাবে যা হৃদয়ে স্থান করে

নেয় এবং পাপাচার হতে দূরে রাখে। তাঁদের মর্যাদার প্রতি যে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয় আল্লাহ্‌তা'লা তা হতে তাঁদের পরিত্রাণ দেন। তাঁদের বন্ধু-বান্ধব ও ভাইদের জন্য তাঁকে আমানাত স্বরূপ দুগ্ধ প্রদানকারী উষ্ট্রীর ন্যায় বানিয়ে দেওয়া হয়। আর তাঁরা এর মাধ্যমে জনসাধারণের অন্ধকারাচ্ছান্ন অবস্থা, অহ্‌মিকা, পশ্চাদপসারণকারী শয়তানের কুমন্ত্রণার অনুসরণকারীদের অসুস্থতা দূরীভূত করেন। কেবল নির্বোধরাই তাঁদের বিরোধীতা করে থাকে আর খোদাভীরু হতদরিদ্ররাই তাঁদের গ্রহণ করেন। তাঁদের গৃহ পাপিষ্ঠদের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আসলে পাপিষ্ঠরা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পাপাচারের প্রতি ধাবিত হয় এবং শ্যাওলাতে তুষ্ট হয়ে যায় এবং প্রবাহমান জল হতে দূরে অবস্থান করে।

তাঁদের বেশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, তাঁরা পৃথিবী হতে কম গ্রহণ করে থাকেন আর ধর্ম হতে বেশি অর্জন করে থাকেন। তাঁরা পার্থিব কল্যাণরাজি হতে ততটুকু গ্রহণ করে থাকেন যতটুকু একটি পিঁপড়ে তার মুখে ধারণ করতে সক্ষম। তবে হ্যাঁ, তাক্‌ওয়া থেকে তাঁরা খুব অংশ লাভ করে থাকেন। তাঁরা স্বীয় আত্মাকে এমন সোজা করে থাকেন যেমন একজন তিরচালক তার তিরকে সোজা করে থাকে। তাঁরা নিজের সকল আত্মিক কামনা বাসনার মূলোৎপাটন করেন এবং কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিমূলক বৃক্ষের মজবুত শাখার ন্যায় অবশিষ্ট থেকে যান এবং এর উপর অবিচল থাকেন আর প্রতি পদক্ষেপে তাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাঁরা নির্বোধদের চিৎকার ও সন্ত্রাসের ভ্রূক্ষেপ করেন না। তাঁরা এও ভ্রূক্ষেপ করেন না যে তারা কারা। তাঁরা তাদের বেত্রাঘাতকে দুর্বল শাখার ন্যায় মনে করেন এবং ভীত হন না। তাঁরা যে জ্ঞানই প্রাপ্ত হন তা ভালবাসার কারণে প্রাপ্ত হন; তাঁদের পক্ষ থেকে কোন পরিশ্রমের

জন্য নয়। অদৃশ্য থেকে তাঁদের পান করানো হয়। সুতরাং তাঁরা তৃপ্তিসহকারে পান করেন। তাঁরা গায়েরুল্লাহ্ (খোদা ব্যতিরেকে অপর সব কিছু-অনুবাদক)'র (বন্ধনকে) তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে ছিন্ন করেন এবং আল্লাহ্র খাতিরে সঙ্কীর্ণ রাস্তা অবলম্বন করেন। ইবলিসের কোন ক্ষমতা নেই, সে তাঁদেরকে এমন বিপদে নিপতিত করবে যা হতে তাঁরা বের হয়ে আসতে পারবেন না। আপন জ্যোতি দ্বারা তাঁরা তা প্রতিহত করে থাকেন। সুতরাং তাঁরা যে পরিপূর্ণ মশক বহন করছেন তা হতে শয়তান ন্যূনতম অংশও কম করতে পারবে না। আর সে (শয়তান) তাঁদের ধনুক হতে ভীত হয় যাকে তাঁরা অগ্নি সংযোগ করে দৃঢ় ও মজবুত করেন। তুমি তাঁদের মধ্যে শুষ্ক বাগাড়ম্বর পাবে না, বরং (তাঁদের কথার মধ্যে) প্রাণবন্ত তত্ত্বজ্ঞানকে লক্ষ্য করবে। তাঁরা তাঁদের তামসিক আকাঙ্খার বিরুদ্ধে খুব সংগ্রাম করেছেন এবং কঠোর সংগ্রাম করেছেন। এই সকল মানুষরাই হলেন প্রজ্ঞাবান এবং হেদায়ত প্রাপ্ত। সাধনার পাত্রে যা কিছু আছে তাঁরা তা অধির আগ্রহে পান করেন। কেননা, তাঁরা আল্লাহ্র দরবারে পড়ে থাকা এক ভিক্ষুকের ন্যায় হয়ে থাকেন। এর কারণ তাঁরা (সাধনার মার্গে) অতৃপ্ত লালায়িতের ন্যায় হয়ে থাকেন। তাঁরা উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদুকে প্রাধান্য দেন। আল্লাহ্তা'লা ব্যতিত অন্য সকল কামনা বাসনা থেকে তাঁদের নিজেকে মুক্ত করে দেন এবং অন্যান্য সকল বন্ধন ছিন্ন করে দেন। আর (আল্লাহ্) তাঁদেরকে নিজ সত্তা ব্যাতিরেকে অন্য সব দূরে সরিয়ে রাখতে এবং আল্লাহ্র প্রতি সুচারুরূপে পদচালনার তৌফিক দান করেন যাতে প্রত্যেক মন্দ চাল-চলন যুক্ত ব্যক্তি অবহিত হয় যে, তাঁরাই একমাত্র সত্য।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, মনুষ্য নৈরাজ্য হতে

তাঁদেরকে এমন পবিত্রকরণ করা হয় যেমন একজন মহিলা ঋতুস্রাবের পর পবিত্রতা অর্জন করে থাকে। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদের প্রতি মনোনিবেশ করেন, ফলে তাঁরা (আল্লাহ্‌র প্রতি) আকৃষ্ট হন এবং তাঁরা নিজ ও আল্লাহ্‌র হস্ত দ্বারা আপন বাসনার ঘরকে বিধ্বস্ত করেন। আল্লাহ্‌কে তাঁরা আপন আধ্যাত্মিক চক্ষু দ্বারা পর্যবেক্ষণ করেন। প্রত্যেক সন্দেহ হতে তাঁদেরকে পবিত্রকরণ করা হয় এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ করা হয়। আল্লাহ্‌র নিকট তাঁদের স্থান ফেরেস্তা অপেক্ষাও উর্দ্ধে। কেননা, তাঁরা নিজেদের আত্মার বিরুদ্ধাচরণ করেছে এবং ভারি বোঝা বহন করেও একজন বলিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁদের ভালবাসার আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়েছে এবং জাগতিক কামনা-বাসনার দংশন বিলুপ্ত হয়েছে এবং তাঁদের তরবারির ধার তীক্ষ্ণ হয়েছে, অতএব তাঁরা প্রতিটি পর্দা বিদীর্ণ করে সর্বশক্তিমান খোদার সেবায় লীন হয়ে গেছেন। অতএব তাঁরা ইবাদতে মগ্ন থাকেন না এমন কোন সময় তাঁদের অতিবাহিত হয় না। মহান আল্লাহ্‌ তাঁদের হৃদয়কে (তাঁর ব্যতিত) অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বিরত রাখেন এবং তাঁদেরকে তাঁর নিষ্ঠাবান অনুরাগীতে পরিণত করেন। তাই তাঁদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রতঙ্গ আপন প্রভুর জন্য অবনত হয় এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসা তাঁদের খোরাকে পরিণত হয় যা তাঁদের খাওয়ানো হয়। (এই) রসদ তাঁরা দ্রুত ভক্ষণ করতে থাকেন যাতে তাঁদের ব্যাতিরেকে অন্য কেউ তা নিয়ে না নেয়। কেননা, তাঁরা আত্মসম্ভ্রমবোধযুক্ত ব্যক্তি। তাঁরা আপন প্রিয়তমের জন্য এতটাই বিলাপ করেন যে, তাঁদের চোখের পালক ঝরে পড়ে এবং প্রেমিকের মর্ম বেদনা তাঁদের হৃদয়কে জ্বালিয়ে নিঃশেষ করে দেয়। তাঁরা তাঁর স্মরণে মশকের ন্যায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন এবং সকল সময় তাঁর জন্য অস্থির হয়ে

থাকেন। ঐশী ভালবাসার কারণে তাঁদের হৃদয় উত্তপ্ত প্রস্তর খন্ডের ন্যায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ কারণে তাঁদের চরম তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্‌র নিকট তাঁদের মর্যাদা যে কী তা সৃষ্টিকুল অবগত নয়। আর এ কারণেই সৃষ্টিকুল তাঁদেরকে ঘৃণিত দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং তাঁদের প্রতি নোংরা অপবাদ আরোপ করে থাকে।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, তাঁরা নৈরাজ্যের জলোচ্ছাস দেখে ভীত হন না। বরং বিপর্যয়ের সমুদ্রের বুক চিরে নৌকার ন্যায় বের হয়ে যান। তাঁরা সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সংমিশ্রন করেন না এবং সন্দেহপূর্ণ বিষয়াদিকে (সম্পূর্ণরূপে) অপছন্দ করেন। তাঁরা নিষ্কলুষ তাক্ওয়ার প্রত্যাশী হন এবং (তদুদ্দেশ্যে) তাঁরা শুদ্ধ হয়ে থাকেন। তাঁরা অন্য কারোর রঙে রঙ্গীন হতে পছন্দ করেন না। আর তাঁদের ভূমি এমনই যার উপর মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। এর দ্বারা তাঁরা সবুজ ও সুশোভিত হয়ে যান। তাঁদের নিকট এমন একটি বর্শা রয়েছে যা নেকড়েকে বধ করতে সক্ষম। তাঁদের উন্নত চরিত্র সুউচ্চ পাহাড়ের ন্যায় এবং তাঁদের (সহজাত প্রবৃত্তির) আধার (ঐশী) ভালবাসায় উদ্বেলিত হয়ে পরিপক্ক হয়ে ওঠে। যে ব্যক্তি তাঁদের সানিধ্যে এসে বসে, সে জগৎ প্রেমে নিমজ্জিত স্থূলকায় ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও উক্ত খোদাভীরু সম্প্রদায় ওলি-আউলিয়াগণের কল্যাণে সূঁচাগ্র দিয়েও সে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। আর যে শয়তানের উপাসক সে যদি তাঁদের কাছে উপস্থিত হয় তাহলে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা সীমালঙ্ঘন করে না। আর যে অহংকারী শয়তান আর সে যদি মো'মিন হয়ে তাঁদের আনুগত্য করে, তবে সে আল্লাহ্‌র আদেশের সামনে স্বীয় সম্মান ধূলি ধূসরিত করবে এবং মুত্তাকিদের দলে অন্তর্ভুক্ত হবে। হে শ্রবণকারীরা! আশ্চার্যান্বিত হয়ো না, তাঁদের মর্যাদা তো এর

চেয়েও উচ্চতর। আর তোমরা যখন বুঝবে না তখন আমি কীভাবে বর্ণনা করব! তাঁরা আল্লাহ্‌র দরবারে বিলাপকারী এমন এক জাতি যাদের অশ্রু তোমাদের পানীয় জলের থেকেও বেশি প্রবাহিত হয়।

তাঁদের বৈশিষ্ট্যাবলীর মধ্যে একটি হল, তাঁরা স্তূপিকৃত আমলের মধ্য হতে প্রকৃত সৎ আমলকে পৃথক করেন এবং পরিত্যক্ত ভুষি পথভ্রষ্টদের জন্য ফেলে রাখেন। তাঁরা খাঁটি বস্তু গ্রহণ করেন এবং লালসার পিছনে ধাবিত হন না। তাঁরা সত্যের অন্বেষণে রত থাকেন এবং প্রত্যেক বস্তুকে আন্দোলিত করে থাকেন যতক্ষন পর্যন্ত তার অন্তর্নিহিত বিষয়ের প্রকাশ না ঘটে এবং তাঁদের কাঙ্খিত বিষয়টি চোখের সামনে স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা তার অন্বেষণ করতে থাকেন। অজ্ঞদের পরিত্যাজ্য বিষয়টি তাঁরা অস্বীকার করেন না, বরং পূর্ণ গবেষণা করেন। আর তাঁরা হতদরিদ্র দুষ্টদের ন্যায় জীবন যাপন করেন না। বরং পরকালের বাজারের উত্তম বস্তু জমা করতে থাকেন এবং অবহেলা করেন না। তুমি তাঁদের অস্থিরতার আওয়াজ ফুটন্ত হাঁড়ির ন্যায় শুনতে পাবে। আর এই যষ্ঠি দ্বারা তাঁরা ইবলিসকে প্রহার করেন। (সকল বিষয়ে) প্রাধান্য প্রদানকারী এমন প্রিয়তমের কারণে তাঁরা সকল প্রকার নৈরাজ্য হতে বিরত থাকেন। আর তাঁরা সেই (সাপকে) আহতকারী চাবুক দ্বারা আঘাত করেছেন এবং তার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছেন যে আদমকে পথভ্রষ্ট করেছিল। এভাবে তাদের পক্ষে প্রতিআক্রমণ করা আর সম্ভবপর ছিল না। বরং সে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যাকারী জাতি হতে পলায়ন করে। তাঁরা এর উপর সিংহের ন্যায় আক্রমণ করেন এবং স্বীয় অন্তরে এটাই নির্ধারিত করেন যে, এর মূলোৎপাটন করে ছুঁড়ে ফেলবেন এবং এর অনিষ্ট হতে মানুষকে মুক্তি প্রদান করবেন এবং (এ হতে) তাদের উদ্ধার করবেন। তাদের এমন কেশ ছেদন করা হয়

যেমন মেষ শাবকের পশম কাটা হয়ে থাকে যাতে তার নগ্নতা প্রকাশ পায়। তাঁরা বর্শা দ্বারা তাকে আহত করে। তাঁদের মস্তক স্বীয় প্রভুর জন্য অবনত হয় এবং তাঁর আনুগত্যকারীতে পরিণত হন। তাঁরা এমন মানুষ যার কারণে সৃষ্টিকুলের চক্ষু আশ্চার্যান্বিত হয়ে থাকে এবং তাঁরা স্বীয় কর্ম দ্বারা ফেরেস্তাগণকেও বিস্মিত করেছেন। স্বীয় মাংস তাঁরা আল্লাহ্‌র রেকাবিতে রেখে দেন। অতএব দস্তরখানায় যা কিছু ছিল আল্লাহ্ তা হতে গ্রহণ করেন এবং প্রেমের আঙুলের ডগায় তারা গ্রাস করা হয়েছিল এবং সেই প্রিয়তমের জন্য তাঁরা বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন যাকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

সমাপ্ত

লেখক

মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী
১৪ ডিসেম্বর ১৯০৩ খ্রি.